

দেড় যুগপূর্তিতে ১৮ ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা তাদের আলোয় আলোকিত হলো গ্রামের কাগজ

প্রবব দাস/মিনা বিশ্বাস/খুশা দেবনাথ ৷ তাঁদের তেতরের আলোয় আলোকিত হয়েছে দেশ-সমাজ। তাদের কাজের স্বীকৃতি আর উৎসাহ দিতে সম্মাননা আরোজন করেছিল দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সর্বোচ্চ জনপ্রিয় পত্রিকা গ্রামের কাগজ। দেড় যুগপূর্তি উল্লেখ উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে এসে তারা আলোকিত করলেন গ্রামের কাগজ অঙ্গণকে সেই সাথে যশোরবাসীকেও।

শ্রী ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গ্রামের কাগজের সম্পাদক ও প্রকাশক মবিনুল ইসলাম মবিন। সম্মাননা পদক ও স্মারক উপহার তুলে দেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য এড. পীযুষ কান্তি ঊষাচার্য্য, সংসদ সদস্য কাজী নারিণ আহমেদ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার, জেলা প্রশাসক ড. হুমায়ুন কবীর, পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম চাকলাদার রেহু, পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান, প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান চকুন, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জহুরুল আলম, শেখ গোলাম ফারুক, গ্রন্থি শিক্ষক তারাশ দাস, মসিউল আমম ও ইজ্ঞত আলী প্রমুখ।



সম্মাননা প্রাপ্তদের পরিচিতি

বিলম্ব রায় চৌধুরী
রাজনীতি ও সমাজ সেবায় নিরলস কর্মকাণ্ডে দেশে দেশে নকরই উল্লেখ্য বিলম্ব রায় চৌধুরী। ভাষাসৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক বিলম্ব রায় চৌধুরী। ১৯২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি যশোর সদর উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের বিখ্যাত রায় চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাবা জমিদার সুলেখনাথ রায় চৌধুরী মাতা আনিসা রায় চৌধুরী। ১৯৪৯ সালে যশোর জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি জিলা স্কুলে পড়ার সময়ই ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হন। ১৯৬৬ সালে ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন। সমাজ, মা মাটি মানুষের কল্যাণে তিনি জীবনে বহুবার জেলে গেছেন। নানা দোলাচল কাটা ছাত্রজীবনে তিনি ১৯৪৫ সালে যশোর সরকারি এমএম কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন এবং ১৯৪৮ সালে বিএ পাশ করেন।

মহান ভাষা আন্দোলনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে তিনি জড়িত থাকেন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পক্ষে প্রচারাভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৭১ পরবর্তী সময় থেকে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে তিনি জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য।

বিলম্ব রায় চৌধুরী ১৯৬৬ সাল থেকে একটানা ১৯৮৮ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নওয়াপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ই তিনি যশোর শিক্ষা বোর্ড ও যশোর পলিটেকনিক ইনসটিটিউট প্রভৃতিয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি যশোর ইনসটিটিউটের (১৯৭২-১৯৮৮) আজীবন সদস্য। ১৯৫২-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত নারিকলা সংসদের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যশোর চেম্বার অব কমার্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। দেশবাস্তু মঙ্গলকোটি গ্রামের বিলম্বকৃষ্ণ ঘোষের মেয়ে শিলা রায় তার সহধর্মিণী। পারিবারিক জীবনে তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়ের জনক।

বাকী অংশ ৪র্থ পাতায় দেখুন



